History Honours Semester-I
Core Course-I

Topic : ঐতিহাসিক ব্যাখ্যায় মার্কসবাদী ও জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী

Prepared by : Nilendu Biswas

❖ **প্রাচিন ভারতের ইতিহাসের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যায় মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ঃ** ভারতের ইতিহাসচর্চায় বামপন্থী ইতিহাসচর্চা বলতে মাকর্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গীকে বোঝানো হয় । এই গোষ্ঠীর ঐতিহাসিকেরা সকলে যে মার্কসবাদী ছিলেন তা নয়, তাঁরা মার্কসের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদকে অনুসরণ করে ভারতের ইতিহাস চর্চা করেছেন । উৎপাদন ব্যবস্থা যে ইতিহাসের প্রধান চালিকা শক্তি সে সম্পর্কে এদের কোন সন্দেহ নেই । উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদন সম্পর্কের উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে প্রশাসন, বিচার, আইন, সামাজিক বিধি-বিধান ও সাংস্কৃতিক কাঠামো । ভারতে বামপন্থী ইতিহাসচর্চার সূচনা করেছিলেন রজনীপাম দত্ত, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও ধর্মদাস দামোদর কোশাম্বী । তবে মার্কসবাদের আলোকে সমগ্র ভারত ইতিহাসের ব্যাখ্যা দিয়েছেন কোশাম্বী ।

ইতিহাসকে মার্কসবাদী ঐতিহাসিকেরা নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন, ইতিহাসচর্চার চরিত্রগত পরিবর্তন ঘটিয়েছেন, প্রাচিন ভারতের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে প্রথাগত উপাদানের অভাব পরিলক্ষন করেছেন । এর জন্য ইতিহাস রচনার কাজ কঠিন হয়েছে । কিন্তু কোশাম্বী তার জন্য হতাশ হননি, কারণ তিনি মনে করেন রাজার নামের চেয়ে কৃষকের লাঙল ও আন্যান্য যন্ত্রপাতি অনেকবেশী নির্ভরযোগ্য উপাদান । রাজবংশের পরিবর্তন বা যুদ্ধ দিয়ে কোশাম্বী কালানুক্রম গঠন করতে চাননা । তাঁর মতে বড় বড় যুদ্ধ, রাজবংশের পতন বা ধর্মীয় আন্দোলন ইত্যাদি হল উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তনের ফলশ্রুতি । উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তনের ধারার উপর যে ইতিহাস নির্ভরশীল তার উপাদান আপ্রতুল নয় । উপজাতি জীবনের নানা নিদর্শন, লিখিত দলিল, প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান, লেখ, মুদ্রা এবং নৃতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ এই ধরনের ইতিহাস রচনায় সহায়ক হয় ।

কোশাম্বী মনে করেন মাকর্সবাদ গ্রহণের অর্থ এই নয় যে সব সময় মার্কসের মতের পুনরাবৃত্তি করতে হবে । তাই ভারত সম্পর্কের মার্কসের সব বক্তব্যকে তিনি বিনা বিচারে গ্রহণ করেননি । মার্কসের অনেক বক্তব্যকে তিনি সংশোধন করে গ্রহণ করেছেন । এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থা, প্রাচ্যের গতিহীনতা বা ভারতের ইতিহাস নেই বলে মাকর্সের বক্তব্যকে তিনি নস্যাৎ করে দিয়েছেন । পরিবর্তনহীনতার তত্ত্বকে তিনি বাতিল করে দিয়ে বলেছেন, বিভিন্ন ধরনের লাঙলের বব্যহার প্রমান করে যে উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটত । অনেক নতুন নতুন গ্রাম স্থাপিত হয়েছিল, গড়ে উঠেছিল নতুন নতুন বাণিজ্যকেন্দ্র । মৌর্য, সাতবাহন ও গুপ্তযুগে বিদেশীদের অনুপ্রবেশ ঘটেনি, এই পর্বে গ্রামীণ জীবনের সম্প্রসারণ ঘটেছিল ।

ভাষাতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব ও সমাজবিজ্ঞানের সাহায্যে কোশাম্বী ভারত ইতিহাসচর্চায় একটি সমন্বিত পদ্ধতি গড়ে তুলেছেন । তিনি প্রথাগত ইতিহাসচর্চাকে বাতিল করেছেন, কারণ একটি যুগের বড় ঘটনা অন্যযুগের মানুষের নিকট খুব সাধারণ বলে মনে হয় । কিন্তু মার্কসবাদী দর্শনে উৎপাদনের ভিত্তিতে প্রত্যেক যুগ পৃথকভাবে চিহ্নিত হয় । বামপন্থী ইতিহাসচর্চায় কোশাম্বীর দেখানো পথে পরবর্তী সময়ে মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী ঐতিহাসিকেরা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছেন । তাঁর ছাত্র ও অনুগামী ইতিহাসচর্চাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন, ফলে প্রাচিন ভারতের ইতিহাসচর্চা নতুন মাত্রা লাভ করেছে ।

Module - I (C - I) - Nilendu Biswas

বামপন্থী মতাদর্শের নতুন ধারায় একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক ছিলেন রামশরণ শর্মা । উৎপাদনের সঙ্গে শূদ্রদের সম্পর্ক এবং উৎপাদনের উপকরণগুলির মালিকদের সঙ্গে শূদ্রদের সম্পর্কের কথা বলেছেন । তাঁর বক্তব্য ছিল উপজাতি জীবন, যাযাবর জীবন, পশুপালক জীবন শেষ করে ভারতীয়রা খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে কৃষিভিত্তিক সমাজে প্রবেশ করেছিল । লোহার আবিষ্কার ও ব্যবহার কৃষির সম্পসারণ ঘটিয়েছিল । বর্ণব্যবস্থা হল উৎপাদন ব্যবস্থার পরিণতি । ধর্ম, প্রথা, আদর্শ সবকিছুকে মিলিয়ে উৎপাদন ব্যবস্থার প্রয়োজনে তা গঠন করা হয় । শূদ্রদের কাজ ছিল উচ্চ তিন শ্রেণির সেবা করা । প্রাচিন ভারতের সমাজের ভিত্তি ছিল বৈশ্য ও শূদ্ররা, গুপ্ত যুগে শুদ্র ও বৈশ্য প্রায় এক হয়ে যায় । হয়তো এই কারণেই অলবেরনি এদের মধ্যে কোন পার্থক্য লক্ষ্য করেননি ।

প্রাচিন ভারতের বামপন্থী ইতিহাসচর্চায় একটি উলেখযোগ্য নাম ছিল রোমিলা থাপার । তিনি প্রাচিন ভারতের ইতিহাসচর্চা শুরু করেছিলে অশোকের জীবন ও সাধনা দিয়ে । তিনি দেখাতে চেয়েছেন আদর্শগত কারণে নয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে অশোক তাঁর ধর্মতত্ত্ব তৈরি করেন । অশোকের ‘ধম্ম’ হল একটি সামাজিক নীতিবোধ, এর মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা ছিল না । মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের কারণরূপে তিনি এর অতিকেন্দ্রীভূত ব্যাবস্থাকে দায়ী করেছেন । তিনি প্রাচিন ভারতে সামাজিক গতিহীনতার তত্ত্বকে বাতিল করেছেন, আর্য জাতির অভিপ্রয়াণকেও নস্যাৎ করে দিয়েছেন । হরপ্পার যুগেও ভারতে বর্ণপ্রথা ছিল এবং বৈদিক সাহিত্য আর্য ও অনার্যদের অবদানের গড়ে উঠেছে ।

❖ **প্রাচিন ভারতের ইতিহাসের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যায় জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ঃ** ভারতের ইতিহাসচর্চায় জাতীয়তাবাদী ধারনার আর্বিভাবে কারণ হিসাবে বহুক্ষেত্রে ইংরেজ ঐতিহাসিকদের লেখনীকে দায়ী করা হয়। ইংরেজ ঐতিহাসিকদের বেশিরভাগ ছিলেন প্রশাসক, পেশাদার ঐতিহাসিক নন । তাঁরা হিন্দু সভ্যতাকে হীন চোখে দেখেছেন এবং হিন্দু সভ্যতা কখনোই উচ্চস্তরে পৌছাতে পারেনি । হিন্দুদের জেমস মিল প্রমুখ মিথ্যেবাদী, স্থুল ও রুক্ষ বলে উল্লেখ করেছেন । আবার স্যার এলফিনস্টোন কিছুটা সহানুভূতির সঙ্গে প্রাচিন ইতিহাস লিখলেও নিরাবেগ ও পক্ষপক্ষতীন ইতিহাস লিখতে পারেননি । ভিনসেন্ট স্মিথ আধুনিক ইতিহাস রচনা পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন । যদিও তিনি সর্বদা সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন । হিন্দুরা শাসন ক্ষেত্রে ব্যর্থ এবং দেশের সর্বত্র অরাজকতা চলছিল । এমনকি ভারতীয়দের গর্বের দুই মহাকাব্যও মৌলিক রচনা নয়, গ্রিকদের কাছ থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করা হয়েছিল বলেও অভিযোগ করা হয় ।

বলাবাহুল্য ভারতীয় সভ্যতার প্রতি এইরূপ হীন ও অবমাননাকর আচারণের বিরুদ্ধেই ভারতে জাতীয়তাবাদী ইতিহাসচর্চার সূত্রপাত ঘটেছিল । ভারতের নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায় জাতিসত্ত্বা প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হয়ে উঠেছিল । তবে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ জন্ম মহূর্ত্ব থেকেই ছিল দুর্বল, তাই একে শক্তিশালী করার বিশেষ প্রয়োজন ছিল । তারচেয়েও বড়কথা পশ্চিমী ঐতিহাসিকদের পক্ষপাতপূর্ণ লেখার জবাব দেবার প্রয়োজন ছিল । কিন্তু পূর্বকল্পিত বিষয় নিয়ে ইতিহাস লিখতে গিয়ে ভ্রান্তি আসা স্বাভাবিক, ইতিহাস রচনার আদর্শ সঠিক ভাবে অনুসরণ করা সম্ভব হয়না । আধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদার তাই বলতে চেয়েছেন, জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকেরা ভারতের গুণগান নিয়ে ব্যস্থ ছিলেন না । তাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল ইতিহাসের ভ্রান্ত বা বিকৃতি দূর করে যথাযথ প্রেক্ষিতে তাকে উপস্থাপন করা । এই ধরনের ইতিহাসচর্চার সঙ্গে বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসের কোন বিরোধ নেই । কেননা জাতীয় গৌরব প্রচার করা জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকের কাজ নয় ।

ভারতে জাতীয়তাবাদী ইতিহাসচর্চার প্রবক্তা হিসাবে রমেশচন্দ্র মজুমদারের যথেষ্ট অবদান রয়েছে । তাঁর ‘প্রাচিন ভারতের সভ্যতার ইতিহাস’ গ্রন্থটি জাতীয়তাবাদী ইতিহাসের এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । রমেশচন্দ্র মজুমদার ছাড়াও বাল গঙ্গাধর তিলক, রাধাকুমুদ মুখার্জি প্রমুখ জাতীয়তাবাদী ইতিহাসচর্চা নিয়ে আলোকপাত করেছেন । কিন্তু প্রাচিন ভারতের যে চিত্র বাল গঙ্গাধর তিলক তুলে ধরেছেন তা যথেষ্ট উপাদান নির্ভর নয় । এপ্রসঙ্গে রাধাকুমুদ মুখার্জি প্রাচিন ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের বিস্তরত বিবরণ দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে হিন্দুরা শুধু আধ্যাত্মিকতা নিয়ে মগ্ন ছিল না, জাগতিক উন্নতির জন্য যথেষ্ট প্রয়াস চালিয়েছিল ।

পশ্চিমী পন্ডিতরা দেখাতে চেয়েছেন যে ভারতে কখনো রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না, ছিল অসংখ্য ছোট ছোট রাজ্য । হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী এর উত্তরে দেখিয়েছেন, যিশুখ্রিষ্টের জন্মের আগেই ভারতে রাজনৈতিক ঐক্যের ধারণা শক্তিশালী ছিল । তা নাহলে মৌর্যরা বিশাল সারাজ্য গড়ে তুলতে পারেতেন না । রাধাকুমুদ মুখার্জি ভারতের মৌল ঐক্যের উপর জোর দিয়ে দেখিয়েছেন যে এর উপর ভিত্তি করেও সারা ভারতব্যাপী সাম্রাজ্য গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল । ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তিই হল ঐক্যবোধ । বিদেশীরা ভারতের সামরিক দুর্বলতা নিয়েও কটাক্ষ করেছেন । এর উত্তরে জাতীয়তাবাদীরা বলেছেন ইউরোপীয়দের ভারত জয় হল ষড়যন্ত্র ও কূটনীতির ফল । তবে এরমধ্যে যদিও আতিরঞ্জন আছে । কেননা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে ইউরোপীয়রা অনেকখানি এগিয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই । অনেক যুদ্ধে তাদের উন্নত রণকৌশল ও উন্নতমানের অস্ত্রশস্ত্রের জয় হয় ।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকেরা মেকলে, ক্লাইভ, ওয়ারেন হেস্টিংস ও ওয়েলেসলির কঠোর সমালোচনা করেছেন । ডালহৌসী ছলে বলে কৌশলে দেশীয় রাজ্যগুলি গ্রাস করেছেন । ব্রিটিশ কূটনীতির ফলে এদেশের শিল্প-বাণিজ্য ধ্বংস হয়েছে । দাদভাই নৌরজি ব্রিটিশ শাসনের অর্থনৈতিক দিকগুলি তুলে ধরে কঠোর সমালোচনা করেছেন । কৃষি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, শিল্প-বাণিজ্যের অবনতি ঘটেছে, আর্থিক নিষ্কাশনের ফলে ভারত হয়েছে দরিদ্র এবং এদেশে ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে । এর মধ্যে উগ্র ব্রিটিশ বিরোধিতা নেই, ব্রিটিশ শাসনের কুফলগুলি তাঁরা তুলে ধরেছেন । ফলে ইতিহাসের স্বাতন্ত্র নস্যাৎ করা হয়নি ।

জাতীয়তাবাদী ইতিহাস চর্চাকে বিভিন্ন ভাবেই সমালোচনা করা হয়েছে । অভিযোগ করা হয় যে ভারতের স্বাতন্ত্র্য ও জাতিসত্ত্বা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তাঁরা ইতিহাস দর্শন ও পদ্ধতি থেকে সরে এসেছেন । দেশপ্রেমের জোয়ারে ভেসে গিয়ে তাঁদের লেখায় অনেক সময় উগ্র জঙ্গি মনোভাবের প্রতিফলন ঘটেছে । প্রাচিন ভারতের গৌরব গাঁথা নিয়ে তাঁরা বারাবাড়ি করেছেন । সবচেয়েও বড় অভিযোগ ছিল এই ইতিহাস চর্চার দ্বারা সাম্প্রদায়িকতার মনোভাব গড়ে উঠেছে । এসব স্বীকার করেও বলা যায় জাতীয়তাবাদী ইতিহাসচর্চা সামগ্রিকভাবে ভারতচর্চায় নতুন উৎসাহ ও প্রেরণার সঞ্চার করেছে । রোমিলা থাপার জানিয়েছেন প্রাচিন ভারতের ইতিহাসচর্চায় জাতীয়তাবাদীরা উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন । প্রচুর তথ্য সংগ্রীহিত হয়েছে এবং এগুলির ব্যাখ্যাও প্রদান করা হয়েছে । এদের হাতে শুধু রাজনৈতিক ইতিহাস নয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাস্কৃতিক ইতিহাস সমৃদ্ধ হয়েছে । ভারতের সংস্কৃতিচর্চায় এদের যথেষ্ট অবদান রয়েছে ।